

Main hook and intro: [ধরুন আপনার শরীরের কোন স্পর্শকাতর জায়গায় আচ্ছা না স্পর্শকাতর জায়গা বাদই দিলাম যেকোন জায়গায় কেউ একজন ব্লেন্ড দিয়ে ৫ সেন্টিমিটার গভীর করে কাটল। কেমন লাগবে? শুধুমাত্র এটা ভেবেই তো অনেকের গায়ে কাটা দিবে।]

Cotext of the topic:[

মাগুরার মাত্র ৮ বছরের মেয়ে আছিয়াকে গত ৫মার্চ তারই বোনের স্বশুড় ভয়াবহভাবে ধর্ষণ করে। সেই ঘটনা এখন পুরো দেশ জানে তবে অনেকে জানে না আছিয়ার জননাঙ্গে ধর্ষণের উদ্দেশ্যে ব্লেন্ড দিয়ে প্রায় ৫সেন্টিমিটারের মতো গভীর করে কাটা হয়েছিল।

আছিয়াকে গলা চেপে শ্বাসরোধ করে হত্যারও চেষ্টা করা কিন্তু সেই যাত্রায় বেচে যায় আছিয়া। সব কিছু ধামাচাপা দেয়ার চেষ্টা করা হলেও এর সংগে জড়িত সবাই ধরা পড়ে। আছিয়ার অবস্থা গুরুতর হতে থাকলে আছিয়াকে উন্নত চিকিতসার জন্য CMH এ আনা হয়। আজকে অর্থাৎ ১৩ মার্চ ছোট্ট এই প্রাণ আছিয়া ৪ বার কার্ডিয়াক এ্যারেস্ট এর শিকার হয়।

ভাবা যায় ৮ বছরের আছিয়ার একদিনে ৪বার কার্ডিয়াক এ্যারেস্ট বা হৃদযন্ত্রে ক্রিয়া বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। এখন যখন এই ভিডিওটির স্ক্রিপ্ট লিখা হচ্ছে আছিয়া দুনিয়া ছেড়ে আমাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়েছে। মাত্র ৩য় শ্রেণিতে পড়া এই ছোট্ট মেয়েকে কি নিদারুণ কষ্ট দিয়ে বিদায় করেছে পৃথিবীর কিছু নরপিচাশ।]

Main script with attention retaining hooks: [

দেশে ধর্ষণের ঘটনা আলোচিত হলে সবাই সবসময় লেগে পড়ে ২টা জিনিস আলোচনা করায় -

১। ধর্ষণ কারীকে কিভাবে শাস্তি দেয়া যায় বা কী শাস্তি দেয়া হবে

২। নারীরা যাতে ধর্ষণের শিকার না হয় তার জন্য কি কি পদক্ষেপ নিতে পারেন।

কিন্তু এই ২টা বিষয় এর একটাও Important না ধর্ষণ বন্ধ কিংবা ধর্ষণের হার কমানো জন্য। এটা যে শুধু আমাদের কথা তা কিন্তু না, রিসার্চ দিয়েই প্রমাণিত। আর তাই নজর আজকে আপনাকে ধর্ষণের কিছু ভিন্ন এবং খুবই important perspectives তুলে ধরবে যেই perspectives গুলো খুব কম বা খুব সম্ভবত একদমই আলোচনা করা হয় না। সবাই শুধু ট্রেন্ড এ যে নিউজগুলো চলছে তা বলেই নিজের দায়িত্ব শেষ করে দিচ্ছে কিন্তু আমরা যতদিন পর্যন্ত ধর্ষণের পেছনের ফান্ডামেন্টালস বুঝতে না পারব ততদিন পর্যন্ত সঠিক সমাধান আসবে না। সেই নিয়েই থাকছে আজকে নজরের ডিপ এনালাইসিস।

Dhaka metropolitan Police এর করা এই রিসার্চে দেখা গেছে ৭৩% ক্ষেত্রে নারী ও শিশু Sexual Abuse এর শিকার হয় কোন না কোন পরিচিত আত্মীয়স্বজন কিংবা নিজ পরিবারেই।

বিষটা এতই ভয়াবহ যে আপনি যেকোন সম্পর্ক দিয়ে ইন্টারনেটে সার্চ করুন কোন না কোন Sexual Abuse বা ধর্ষণের ঘটনা পেয়েই যাবেন বাংলাদেশে। হোক সেটা বাবা মেয়ে, ভাই বোন কিংবা চাচা ভাতিজি।

এর মানে আজকে বাংলাদেশে নারীরা নিজের ঘরে পর্যন্ত নিরাপদ না। মানুষ মনে করে ঘর হচ্ছে তাদের জন্য একটা নিরাপদ আশ্রয় কিন্তু সেই ঘরেই কিনা অনেক মেয়ে ও শিশুকে দিনের পর দিন ভয় ও Abuse নিয়ে বেচে থাকতে হচ্ছে।

বাহির থেকে মানুষ বাসায় এসে Safe feel করে সেখানে কিনা একটা বড় জনসংখ্যা তাদের নিজ বাড়িতেই unsafe feel করছে? এ কেমন কঠিক বাস্তবতা?

সমাজের ভয়ে ও নির্যাতনের কথা চিন্তা করে পরিবার থেকে হওয়া এইসব Abuse এর কারণে কতো নারী যে আলহত্যা করছে তার সঠিক পরিসংখ্যান আজও আমাদের কাছে নেই।

ঠিক এই মূহুর্তে নজরের প্রশ্ন আপনার কাছে। আপনি কি কখনো পরিবার বা পরিচিতজনদের থেকে Abuse এর স্বীকার হয়েছেন? ভিডিওটা Pause করে আমাদের কमेंট করে জানান।

ধর্ষণের পর পর এই দেশে সবাই লেগে পড়ে Victim Blaming এ। অর্থাৎ যেকোন ভাবেই হোক এটা প্রতিষ্ঠা করতে চেষ্টা করে যে ধর্ষণ হয়েছে সে তার নিজের দোষেই হয়েছে। যারা এই ধরনের মনোভাব পোষণ করে তাদের ধর্ষণের পেছনের কিছু সাইকোলজি বোঝাটা জরুরী।

রিসার্চে এটা প্রমাণিত যে, ধর্ষণ একটা ব্যক্তি choice. অর্থাৎ কেউ যদি বলে সে তার Sexual Urge control করতে পারেনি বা ভিক্টিমের কোন কিছু তাকে ধর্ষণে প্ররোচিত করেছে তাহলে Scientific ভাবে বললে সেটা ভুল।

Biology doesn't Excuse Crime.

গবেষণায় এটাও দেখা গেছে যে একজন খুনিকে হয়তো বেনেফিট অব ডাউট দেয়া যেতে পারে খুনের জন্য কিন্তু ধর্ষণের জন্য কেউ কোনদিন কোন বেনেফিট অব ডাউট পাবে না কারণ এটা সে ব্যক্তির choice এবং সম্পূর্ণ জেনে বুঝেই একটা মানুষ ধর্ষণ এর মতো জঘন্য কাজ করে।

কিছুদিন আগেও দেখা গেল অর্ণব নামের একজন রাস্তায় এক অচেনা নারীকে পোশাকের জন্য লাঞ্চিত করে। যাকে বলে মোরাল পুলিশিং। পর্বরতীতে তাকে গ্রেফতার করলে একদল জনতা এসে থানা থেকে তাকে বের করে নিয়ে মালা পাগড়ি পরিয়ে একদম জাতীয় বীর বানিয়ে দেয় এবং উলটো সেই নারীকেই হেনস্থা করতে থাকে। এটা একটা ভিক্টিম ব্লেইমিং এর নিদর্শন। আপনি জোর করে কাউকে আপনার আদর্শ চাপিয়ে দিতে পারেন না এবং ধর্মেও এই ব্যাপারে নিষেধস্তা আছে। তবে শেষ পর্যন্ত দেখা গেল যেই অর্ণবকে একদল জনতা জাতীয় বীর বানিয়েছিল তার চরিত্রেই আছে সমস্যা। হিপোক্রেসিস সীমানা অতিক্রম বলা চলে।

পোশাকের জন্যই যদি ধর্ষণ হয় তবে ৮ বছরের আছিয়া কি দোষ ছিল কিংবা ৭২ বছর বৃদ্ধা যিনি ধর্ষণ হয়েছেন মুন্সিগঞ্জ এ তার ব্যাপারেই বা কি বলবেন? সেই ৭২ বছরের বৃদ্ধার ধর্ষণকে মাত্র ১০টা ডিম ও ১০০টাকার বিনিময়ে মিমাংসা করতে চেয়েছিল ধর্ষক কাদের শেখ! এতটাই সস্তা এই দেশে নারীদের সম্মান?

আবার মানুষ মনে করে ধর্ষণের মতো ঘটনা তাদের পরিবারের সম্মান বিনষ্ট করবে। সেই Stigmatism জন্য অনেক অনেক ধর্ষণে কেইস ফাইল না করে ধামাচাপা দেয়া হয়।

আরেকটা বিষয় হচ্ছে এই দেশের বিচার আচার অনেকটাই নির্ভর করে আর কত ক্ষমতা তার উপর। ইতিহাসে অনেক আগে থেকেই তা হয়ে আসছে।

১৯৯৮ সালে আগস্ট মাস। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে অজানা এক কারণে সেদিন ছাত্রলীগের পক্ষ থেকে জমকালো আনন্দ উৎসব ও পার্টির আয়োজন। কেক কাটা হচ্ছে, মিষ্টি বিতরণ চলছে, ককটেল ফাটিয়ে রীতিমতো চোখ ধাঁধানো উৎসব লেগে আছে। সাধারণ শিক্ষার্থীরা এই জমকালো উদযাপনের কারণ শুরুতে না জানলেও পরবর্তীতে যখন জানতে পারে তখন পরিস্থিতি একদমই বদলে যায়।

এই উদযাপনটি ছিল মূল তৎকালীন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক জসিমউদ্দিন মানিকে ধর্ষণের সেশুরি অর্থাৎ ১০০তম ধর্ষণ উদযাপন। এই ঘটনার পরই মানিকের নাম হয়ে যায় সেশুরিয়ান মানিক। মানিক

তার ক্ষমতার অপব্যবহার করে প্রতি রাতে ক্যাম্পাসের মেয়েদের জোরপূর্বক ধর্ষণ করতো। কিন্তু এই ভয়ানক সত্য উন্মোচন হবার পরেও শিক্ষার্থীরা ছাত্রলীগের নির্যাতনের ভয়ে প্রতিবাদ করতেও ভয় পায়। তার কারণই তো সেখুরি উদযাপনের মতো দুঃশাহস ও জঘন্য কাজ করার সুযোগ পায় মানিক। পরবর্তীতে অনেক ঘটনা ঘটে যায়, আন্দোলন হয়, মানিক কে ক্যাম্পাস থেকে বহিস্কার করা হয় কিন্তু মজার কথা কি জানেন? তদন্ত কমিটি ২০টি ধর্ষণ ও ৩০০টি হয়রানির ঘটনা নিশ্চিত করলেও একটা, শুধুমাত্র একটা মামলাও হয়না তার বিরুদ্ধে। বরং সেখুরিয়ান মানিক সহজে ইটালি পালিয়ে যায়। সেখুরিয়ান মানিকের ঘটনা একটা ইঙ্গিত যে এই দেশের ন্যায় বিচার অনেকটাই নির্ভর করে আপনার কি পরিমাণ পাওয়ার বা ক্ষমতা আছে। ক্ষমতা থাকলে আপনার ৭খুনও মাফ।

বেশিরভাগ ধর্ষণের কেইস unofficial ই থেকে যাচ্ছে অর্থাৎ থানায় রিপোর্ট হচ্ছে না। হবেই বা কেন যে দেশের আইন ব্যবস্থায় সব থেকে বেশি ভোগান্তি ভিক্টিমকে নিতে হয় আর প্রকৃ

প্রকৃত ধর্ষকরা আরাম করে সে আইন ব্যবস্থায় কেনই বা বিশ্বাস করবে মানুষ।

ঢাকা ট্রিবিউনের এই নিউজটাই দেখেন, চলতি মার্চ মাসেরই ঘটনা। ধর্ষণের মামলা করায় ভুক্তভুগী শিশুর বাবাকে হত্যা করা হয়েছে। এই পর্যন্ত কেউ গ্রেফতারই হয়নি। (dhaka tribune news)

এ ঘটনাটা গত ফেব্রুয়ারী মাসের। কলেজ শিক্ষার্থীকে ধর্ষণ করার ৮দিন পর মামলা নেয় পুলিশ। ঘটনার পর পরই সেই শিক্ষার্থী থানায় যায়, সেই রাতেই মামলা দায়ের ও মেডিকেল টেস্টের জন্য বলে কিন্তু তাকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসিয়ে রাখা হয়। মামলা নেয় না পুলিশ বরং পুলিশ তাদের বলে ব্যাপরাটা নিজেদের মধ্যে মিমাংসা করে নিতে।

আপনারাই বলেন ধর্ষণ কি নিজেদের মধ্যে মিমাংসা করার মতো ছোট কোন অপরাধ? কেন এই গড়িমসি?

ঐযে কারণ একটাই

ক্ষমতা !!

পাবনায় পুলিশকে ধর্ষণ মামলায় সহায়তা করার জন্য রীতিমতো পুলিশের সামনে আলিম নামের এক ব্যক্তিকে গুরুতর হামলার শিকার হতে হয়। তাদের পরিবারের অভিযোগ পুলিশ সেখানে থাকা সত্ত্বেও কোনোরূপ কোন ব্যবস্থা নেয়নি। এই হচ্ছে দেশের অবস্থা।

আপনারাই বিবেচনা করে আমাদের জানা যে যেই দেশে সব হয়রানি ভিক্টিম ও তার আশেপাশের মানুষদেরই কেন? কেন থানা পুলিশের দৌড় ঝাপ ও হয়রানি ভিক্টিমকে করতে হবে?

গুরুতর আরো একটি বিষয় এখানে আলোচনা করা প্রয়োজন - ভূয়া ধর্ষণ মামলা। প্রতিশোধ ও প্রতিহিংসার রেষ ধরে অনেক ক্ষেত্রেই ধর্ষণ মামলা কে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করছে একদল অমানুষ।

জয়পুরহাটে ভূয়া ধর্ষণ মামলা দায়ের করার জন্য ৭ বছরের কারাদন্ড দেয় পুলিশ। (report er ss jabe) এখন অনেকেই কথা বলছে ধর্ষণকে একটা জামিন অযোগ্য বা Non bailable ক্রাইম হিসেবে আইন পাস করার জন্য। কিন্তু এতে করে কিছু ভয়াবহতা অনেক বেড়ে যাবে। Non Bailable Crime যদি হয় তাহলে অনেক নিরীহ মানুষকেই প্রতিশোধ, প্রতিহিংসা কিংবা ব্যক্তিগত স্বার্থ হাসিলের জন্য ভূয়া ধর্ষণ মামলায় ফাসানো হবে। যা Already হয়ে আসছে এই দেশে। আর তাই ইনকিলাব মঞ্চের মতো বেশ কিছু সংগঠন এখন দাবি তুলেছে ভূয়া ধর্ষণ মামলাকারিকেও যাতে সর্বোচ্চ সাজা দেয়া হয় এবং সেটাই কিন্তু জরুরী। উপযুক্ত তথ্য প্রমাণ থাকলে অবশ্যই বিচারকের উচিত কোন ধরনের কোন জামিন মনজুর না করা কিন্তু কেউ যাতে বলি পাঠা না হয়ে যায় তার জন্য জামিন ব্যবস্থাটাও প্রয়োজন।

আরেকটা নির্লজ্জতা করছে আমাদের দেশের কিছু ক্লিকবেইট হলুদ মিডিয়া। তারা রীতিমতো ধর্ষনের মতো গুরুতর বিষয়কে পুজি করছে ব্যবসা শুরু করেছে। মনে আছে ১৭ ফেব্রুয়ারী রাজশাহীগামী একটি বাসে ডাকাতি ও ধর্ষণের

ঘটনায় নড়ে উঠে পুরো বাংলাদেশ? স্বামীকে মারধর করে বেধে রেখে বাসেই ধর্ষণ করা হয় স্ত্রীকে এই নিউজ সবাই দেখেছি কিন্তু ডাকাতির কথা সত্য হলেও সেদিন বাসে কোন ধর্ষণের ঘটনা ঘটেনি। এই দেশের কিছু হলুদ মিডিয়া কোনরূপ কোন তথ্য যাচাই বাছাই ছাড়াই এই নিউজ প্রকাশ করে। বাসে যে নারীকে ধর্ষণের কথা বলা হয়েছিল প্রথম আলোতে দেয়া সাক্ষাতকারে তিনি জানান যে তাকে কেউ কিছু না জিজ্ঞেস করেই সেই ভুয়া নিউজ প্রচার করে মিডিয়াগুলো। তার স্বামী সেদিন বাসে ছিলেনই না কারণ তার স্বামী অসুস্থতাজনিত কারণে দীর্ঘদিন ধরে শয্যাশায়ী। মূলত ডাকাতরা যখন জোরপূর্বক তার হাত থেকে সিটি গোল্ডের চুরি খুলতে নেয় তিনি ব্যথায় চিৎকার করেন আর সেটাকেই ধর্ষণ বলে মিথ্যা সংবাদ প্রচার করে মিডিয়াগুলো।

দেখেন এই ধরনের মিথ্যা সংবাদ কিন্তু খুবই মারাত্মক প্রভাব ফেলে কোন ব্যক্তির উপর। উনি প্রথম আলোকে জানান যে, ডাকাতির কারণে যতটা না তার আর্থিক ক্ষতি হয়েছে তার থেকে বেশি তিনি মানুষিকভাবে বিপর্যস্ত হয়েছেন এই ভুয়া নিউজ প্রচারের জন্য। সমাজের লোকজন তাকে এখন তাকে ভিন্নভাবে দেখছে আর অনেকে তো এই কথাও বলছে যে, “কিছু যদি না হয় তাহলে এত নিউজ কেন হচ্ছে?”

বলতে পারেন দুর্বিসহ করেছে হয়ে পড়েছে তার জীবন। কিন্তু কেন? যাতে করে হলুদ মিডিয়ারা আরকেটু বেশি টাকা কামাতে পারে কারণ স্বাভাবিকভাবেই ধর্ষণের মতো Sensitive বিষয়ে নিউজ করলে সেটা অনেক বেশি ক্লিক এবং শেয়ার পায়। ধর্ষণ নিয়ে মিডিয়াগুলো এই বাণিজ্যের ব্যাপারে কেউ আগে প্রশ্ন তুলেনি কিন্তু নজর এর পক্ষ থেকে হলুদ মিডিয়াগুলোর জন্য এটা একটা Callout হয়ে থাকবে। তাদের এই ধর্ষণকে পুজি করে বাণিজ্য বন্ধ করতে হবে।

ধর্ষকদের শাস্তি তো কেবল ধর্ষণের প্রতিকার করে কিন্তু আমরা জানি যে প্রতিকারে চেয়ে প্রতিরোধ উত্তম। আর ধর্ষণের ক্ষেত্রে তো সব থেকে বেশি Important.

২টি বিষয় সবথেকে বেশি Effective ধর্ষণ প্রতিরোধে।

১। পরিবার

২। আপনি নিজে।

আজকালকার so called মর্ডার society তে দেখা যাচ্ছে পরিবারগুলো তাদের বাচ্চাদের ব্যাপারে খুবই উদাসীন। একজন ব্যক্তির মাথায় ধর্ষণের চিন্তা Eliminate করার জন্য তার upbringing এ পারিবারিক সুশিক্ষার প্রভাব থাকতে হবে। আজকাল দেখা যাচ্ছে পরিবারগুলো লুজ প্যারেন্টিং এর চর্চা অনেক বেশি করছে মানে তাদের সন্তান কি করছে না করছে সেটা একদমই অবজার্ড করছে না এবং খুব আর্লি বয়স থেকেই তাদের ফ্রিডম দিয়ে দিচ্ছে।

দেখুন একটা ছেলে বা মেয়ে যখন তার টিনএজ সময়টা পার করে তার মধ্যে তখন নানা রকম হরমোনের ups and down চলতে থাকে। তখন কোনটা ভুল কোনটা সঠিক তা বুঝতে পারটা অনেক ক্ষেত্রেই confusing হয়ে পড়ে আর তাই একটা নির্দিষ্ট বয়স পর্যন্ত পরিবারের উচিত তাদের সন্তানের কিছুটা Control তাদের কাছেও রাখা। তাদের সবকিছু ভালোভাবে observation করা। আমরা আপনাকে তার সব প্রাইভেসি ছিনিয়ে নেয়ার কথা বলছি না বলছি যখন আপনার মনে হবে আপনার সন্তান ভুল করতে পারে সেই ভুলটা আপনি ঠিক করে দেবার মতো control তার উপরে রাখা। অন্তত Teenage বয়স পর্যন্ত। একজন ব্যক্তির ধর্মীয় জ্ঞান তার পরিবার থেকেই আসে আর সব ধর্মই ধর্ষণে বিপর্যস্ত কথা বলে তাই তাকে ধর্মীয় জ্ঞান দিয়ে তার মধ্যে একটা মোরাল গ্রাউন্ড সৃষ্টি করা যেখানে সে নিজেই ভালো খারাপ বুঝতে পারবে।

দ্বিতীয় বিষয় হচ্ছে আপনার নিজেকে নিজের brain কে কন্ট্রোল করা জানতে হবে। মনে রাখবেন A uncontrolled mind is like a mad horse. একটা পাগলা ঘোড়া যেমন যেকোন দিকে ছোটাছোটি করতে পারে আপনার ব্রেইনকে আপনি যদি কন্ট্রোল না করেন ব্রেনও আপনাকে খারাপের দিকে ধাবিত করবে। আজকাল ছেলেদের আড্ডায় নারীদের রীতিমতো ভোগ্যপণ্যের মতো উপস্থাপন করে আলোচনা করা হয়। আপনার দায়িত্ব সেসব আড্ডায় অংশগ্রহণ না করা, প্রতিবাদ করা। কারণ যারা এসব করে তাদের ব্রেইন Weak. খারাপ জানা সত্ত্বেও তারা এই ধরনের মন্তব্য করছে ব্রেইনকে

কন্ট্রোল করতে পারছে না কিন্তু আপনার ব্রেইন তাদের থেকে স্ট্রং কারণ আপনি ব্রেইনকে বুঝিয়েছেন যে এগুলো খারাপ।
আমার এসব থেকে দূরে থাকবে হবে।

Mention of our previous video: [

ঠিক এভাবেই নিজের ব্রেইনকে ট্রেন করে করে স্ট্রং করুন। এই ব্যাপারে বিস্তারিত আপনারা নজরের “ **Dark Side of Pornography** “ ভিডিওতে পেয়ে যাবেন সেই সাথে পর্নের সাথে রেইপের কি সম্পর্ক সেই ব্যাপারেও বিস্তারিত আছে।]

Outro: [

যে দেশে রাতের বেলা নারীরা পুরুষদের ভয়ে তথস্থ থাকে। যে দেশে আপনি আপনার বোন নিয়ে বের হলে খেয়াল করে হাজারটা চোখ তাকে গিলে থাকছে কিন্তু ভাই হিসেবে আপনি কিছুই করতে পারছেন না সেখানে পরিবর্তনটা আসলে নিজের থেকেই শুরু করতে হবে। আছিঁয়া আমাদের ছেড়ে আজ চলে গেছে। এখন অনেক আলোচনা হচ্ছে অনেকে নীতিকথা শুনাচ্ছে কিন্তু সময়ের সাথে সাথে হয়তো আমরা আছিঁয়াকেও ভুলে যাব। তাই নতুন বাংলাদেশের সবাইকে এই মুহূর্ত থেকে সচেতন হয়ে যেতে হবে। আপনার আশে পাশে থাকা সকল নারীর নিরাপত্তার জিন্মা আপনার নিতে হবে। আপনি যাতে কারো অনিরাপত্তার কারণ না হয়ে পড়েন সেটাও খেয়াল রাখতে হবে। **Subscribe** করে নজরের পাশে থাকবেন যাতে করে নজর আরো ডিপ এনালাইসিস আপনাদের সামনে উন্মোচনের অনুপ্রেরণা পায়। ভালো রাখবেন।

Let's repair Bangladesh Together!]]